আজকের কাগজ

তারিখ 20 JAN 1996
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ২

মৌলভীবাজারে ১৬ হাজার শিশু বিদ্যালয়ে যায় না

এস হাসান ঃ মৌলভীবাজার জেলায় বিভিন্ন কারণে প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। আসবাবপত্র সংকট, শিক্ষক সংকট ও কর্মকর্তা-কর্মচারি সংকটই এর অন্যতম কারণ। জেলা ও তার আওতাধীন থানা শিক্ষা অফিস গুলোতে ব্যাপক অনিয়ম, স্বেচ্ছাচারিতা চলছে। এজন্যে জেলার প্রায় ১৬ হাজারের উপরে শিশু প্রাথমিক শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। তা ছাড়া ছাত্র-ছাত্রিদের উপর শিক্ষকদের চাপিয়ে দেয়া মনগড়া বিভিন্ন চাঁদা, শিক্ষা প্রদানে শিক্ষকদের অমনোযোগিতা, অনভিজ্ঞ শিক্ষা মান্ধাতার আমলের ধ্যান-ধারণায় শিক্ষা পদ্ধতি পরিচালনা শিক্ষা কার্যক্রমকে বাহুত করছে। জেলায় বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১ হাজার ২১টি। এর মধ্যে সরকারি বিদ্যালয় ৬৯৩টি, রেজিষ্টার্ড বিদ্যালয় ১৯০টি, আনরেজিষ্টার্ড ১৩৮টি। শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা ২২৯৭ জন। জেলায় বিদ্যালয় গমনোপযোগী ছাত্রছাত্রির সংখ্যা ২ লাখ ২৬ হাজার ৮শ' ৭০ জন। এর মধ্যে ছাত্র সংখ্যা ১ লাখ ১৬ হাজার ৩শ' ৪২ জন, ছাত্রী সংখ্যা হচ্ছে ১ লাখ ১০ হাজার ৪শ' ২৮ জন। খাতাপত্রে কোনো মতে, টেনে টুনে দেখানো হয়েছে ২ লাখ ১০ হাজার ২শ' ৪০ জন। বাদবাকি ১৬ হাজার ২শ' ৪০ জন শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত রয়েছে। তা ছাড়া প্রধান শিক্ষকের পদ শূন্য ৯টি, সহকারি শিক্ষকের পদশূন্য ১৯টি। জেলার ৬টি থানায় বহুদিন ধরে দু'জন করে নিম্নমান সহকারির পদশূন্য। জেলা শিক্ষা অফিসে মনিটরিং অফিসার ১টি পদ, টিও পদ ৫টি এবং সারা জেলায় এটিও ২০টি পদসহ বিভিন্ন পদের কর্মকর্তা- কর্মচারির পদ কয়েক বছর যাবৎ শূন্য। অন্যদিকে খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা কর্মসূচির আওতাধীন গম বিতরণের ব্যাপক অনিয়ম রয়েছে। প্রতিজনে ১৫ কেজি গম দেয়ার কথা থাকলেও অধিকাংশে বিদ্যালয়ে ১১/১২ কেজি করে দেয়া হয় না। অধিকাংশ ভালো বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক ও সহকারি শিক্ষক অনেক বছর ধরে থাকেন। জেলার চা বাগানগুলোতে প্রতিটি ১টি করে প্রাথমিক বিদ্যালয় থাকার কথা থাকলেও ভূমি সংক্রান্ত শিক্ষা বিভাগের কিছু নির্দিষ্ট নীতির কারণে তা বাস্তবায়িত হয়নি। আর এ সুযোগটি গ্রহণ করেছে বাগান কর্তৃপক্ষ। তা ছাড়া বাগান শ্রমিকের ছেলে-মেয়েদের শিক্ষার ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের কিছুটা অনীহা। তবে আশার কথা, দেরীতে হলেও ক্রমান্বয়ে শিক্ষা অফিসের আওতায় নেয়া হচ্ছে।